গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dae.gov.bd

স্মারক নং: ১২.০১.০০০০.০০০.৩১২.৯৯.০০০১.২৫/২৮৩

১৯শে ফাল্গুন ১৪৩২
তারিখ:----------------------
০৪ মার্চ ২০২৬

বিষয়: বিপিএইচ ও ব্লাস্ট রোগের আগাম সর্তকবার্তা প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বোরো ধান উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে বোরো ধান মূলত কুশি এবং কাইচ থোড় অবস্থায় রয়েছে। কৃষকরা যেন বোরো ফসল নির্বিঘ্নে ঘরে তুলতে পারে তার জন্য বালাই ব্যাবস্থাপনা একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া রাতে ঠান্ডা ও দিনে গরম বিরাজ করছে যা ধানের রোগ ও পোকামাকড় আক্রমণের জন্য খুবই উপযোগী । বিশেষ ব্লাস্ট ও বাদামী গাছ ফড়িং (বিপিএইচ) পোকা রোগের প্রার্দুভাবের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কৃষকদের ব্লাস্ট ও বাদামী গাছ ফড়িং (বিপিএইচ) পোকার আক্রমনের আগাম সর্তকবার্তা প্রদান এবং সংযুক্ত লিফলেট অনুযায়ী কৃষকদের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ লিফলেট ০২ পাতা

০৪/০৩/২০২৬
পরিচালক(ভারপ্রাপ্ত)
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

অতিরিক্ত পরিচালক
সকল অঞ্চল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

স্মারক নং: ১২.০১.০০০০.০০০.৩১২.৯৯.০০০১.২৫/২৮৬

১৯শে ফাল্গুন ১৪৩২
তারিখ:----------------------
০৪ মার্চ ২০২৬

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

১. পরিচালক, সরেজিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত পরিচালক (পেস্ট ম্যানেজমেন্ট, সার্ভিলেন্স এন্ড ফোরকাস্টিং), উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. উপপরিচালক (সার্ভিলেন্স এন্ড ফোরকাস্টিং), উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪. উপপরিচালক (আইপিএম), উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬. সহকারী প্রোগ্রামার, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (আগাম সর্তকবার্তাটি ডিএই এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭. অফিস কপি।

০৪/০৩/২০২৬
প্রভাত চন্দ্র বর্ম্মণ
উপপরিচালক(সার্ভিলেন্স এন্ড ফোরকাস্টিং)
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

ব্লাস্ট রোগ পরিচিতি

ব্লাস্ট ধানের একটি ছত্রাকজনিত রোগ। বাংলাদেশে এটি ধানের অন্যতম প্রধান রোগ। এ রোগটি চারা অবস্থা থেকে ধান পাকা পর্যন্ত যে কোনো পর্যায়ে এ রোগ দেখা যায়। দেশের প্রায় সব স্থানেই এ রোগ ধানের ক্ষতি করে থাকে। অনুকুল অবস্থায় রোগটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। রোগপ্রবণ জাতে রোগ সংক্রমণ হলে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষতি হয়ে থাকে।

রোগের বাহক ও রোগের প্রাথমিক উৎস

ব্লাস্ট রোগ বীজের মাধ্যমে এক মৌসুম হতে অন্য মৌসুমে ছড়ায়। এছাড়াও রোগক্রান্ত গাছের জীবাণু, বাতাস ও পোকার মাধ্যমে এক জমি থেকে অন্য জমিতে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগ চেনার উপায়

পাতা ব্লাস্ট

আক্রান্ত পাতায় প্রথমে হালকা ধূসর বা নীলচে রঙয়ের ভিজা ভিজা দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে মাঝখানটা ধূসর বা সাদা ও কিনারা বাদামী রঙ ধারণ করে। দাগগুলো একটু লম্বাটে হয় এবং দেখতে অনেকটা চোখের মত। অনুকুল আবহাওয়ায় রোগটি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং একাধিক দাগ মিশে গিয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত পুরো পাতা, এমনকি পুরো গাছটিই মারা যেতে পারে।

গিট ব্লাস্ট

গিট আক্রান্ত হলে আক্রান্ত স্থান কালো ও দুর্বল হয়। জোরে বাতাসের ফলে আক্রান্ত স্থান ভেঙ্গে পড়ে কিন্তু একদম আলাদা হয় না, ফলে আক্রান্ত গিটের উপরের অংশ মারা যায়।

শীষ ব্লাস্ট

শীষের গোড়া আক্রান্ত হলে সেখানে বাদামী দাগ পড়ে। শীষের গোড়া বা যেকোনো শাখা বা ধান আক্রান্ত হতে পারে। শীষের গোড়ায় আক্রমণ হলে সে অংশ পঁচে যায় এবং শীষ ভেঙ্গে পড়ে। ধান পুষ্ট হওয়ার পূর্বে রোগের আক্রমণের ফলে শীষের সব ধান চিটা হয়ে যায়।

পাতা ব্লাস্ট গিট ব্লাস্ট শীষ ব্লাস্ট

রোগের অনুকুল পরিবেশ

- দিনে গরম ও রাতে ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করলে। (আবহাওয়ার পুর্বাভাস অনুযায়ী চলতি সপ্তাহে দিনের তাপমাত্রা (৩৩ ±২.৫)°C এবং রংপুর ,ময়মনসিংহ এবং সিলেট বিভাগে রাতের তাপমাত্রা (১৬.৫±১.৫) °C এবাং দেশের অন্যত্র রাতের তাপমাত্রা (২১±৩) °C হতে পারে)
- অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে
- উচ্চ আর্দ্রতা (৯০% বা তার বেশি)
- হালকা বৃষ্টি বা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এবং মেঘলা আকাশ
- জমিতে বা জমির আশেপাশে অন্যান্য পোষক গাছ বা আগাছা থাকলে
- রোগাক্রান্ত বীজ ব্যবহার ও রোগপ্রবণ ধানের জাত চাষ করলে
- রাতে ১০ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে শিশির জমা এবং সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া

রোগ হওয়ার পরে করণীয়

- পাতা ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে পানি ধরে রাখতে পারলে এ রোগের প্রার্দুভাব অনেকাংশে কমে যায়।
- রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে বিভিন্ন ধরণের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন-
    - পাইরাক্লোস্ট্রবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ সেলটিমা ১ লি/হেঃ
    - ট্রাইসাইক্লাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ ট্রুপার ৭৫ ডব্লিউপি, অবনী ৭৫ ডব্লিউপি, দিফা ৭৫ ডব্লিউপি ইত্যাদি ৪০০ গ্রাম/ হেঃ
    - ট্রাইসাইক্লাজল + প্রপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ ফিলিয়া ৫২.৫ এসই ১ লি/হেঃ
    - টেবুকোনাজল + ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ নাটিভো ৭৫ ডব্লিউ ডি জি, স্ট্রোমিন ৭৫ ডব্লিউ জি, অপোনেন্ট ৭৫ ডব্লিউ ডি জি, এক্টিভো ৭৫ ৭৫ ডব্লিউ জি ইত্যাদি ৩০০ গ্রাম/হেঃ)
    - এডিফেনস গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ এডিফেন ৫০ ইসি ইত্যাদি ৮৫০ মিলি/ হেঃ
    - এছাড়া অন্যান্য অনুমোদিত ছত্রাকনাশক শেষ বিকেলে প্যাকেট বা বোতলের গায়ে লেবেলে অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

প্রচারেঃ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন

জরুরি ফোন নম্বরঃ ১৬১২৩ (কৃষি কল সেন্টার) ওয়েবসাইটঃ www.dae.gov.bd

বাদামী গাছ ফড়িং (বিপিএইচ)

পরিচিতি

ধানের অন্যতম শত্রু বাদামী গাছফড়িং। এটি কারেন্ট পোকা নামেও পরিচিত। এরা খুব তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে, ফলে এ পোকার সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, আক্রান্ত ক্ষেতে বাজ পড়ার মত হপারবার্ণ - এর সৃষ্টি হয়। বাদামী গাছ ফড়িং-এর বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক উভয় পোকা দলবদ্ধভাবে ধান গাছের গোড়ার দিকে অবস্থান করে গাছ থেকে রস খায়। পূর্ণাঙ্গ পোকা গাঢ় বা হালকা বাদামী রঙের; বক্ষদেশে স্পষ্ট সাদা ব্যান্ড এবং বাইরের দিকে গাঢ় বাদামী থাকে; শরীর হলুদাভ বাদামী ।

অনুকূল পরিবেশ

- উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করলে
- চারা ঘন করে রোপণ করলে, জমি স্যাঁতস্যাঁতে হলে
- জমিতে দাঁড়ানো পানি থাকলে
- জমিতে বিকল্প পোষক আগাছা থাকলে
- অসম হারে নাইট্রোজেন সার (ইউরিয়া সার) ব্যবহার করলে
- বাতাস চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে

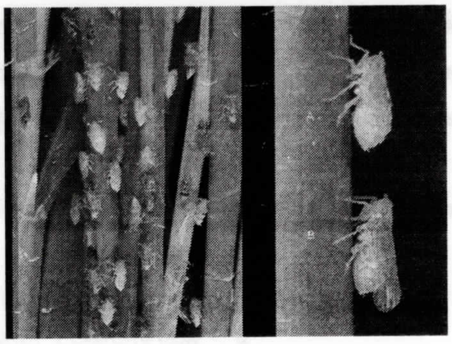

পূর্ণাঙ্গ বাদামী গাছ ফড়িং

লক্ষণ

- নিম্ফ এবং পূর্ণাঙ্গ পোকা পাতার ফলক ও খোল থেকে রস চুষে খায়, যার ফলে গাছ হলুদ হয়ে যায় ।
- এরা ফ্লোয়েম টিস্যুতে শক্ত খাবার নল ঢুকিয়ে রস প্রবাহ বন্ধ করে দেয় এবং এদের খাওয়া ও ডিম পাড়ার স্থানগুলো ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের সুযোগ তৈরি করে ।
- অতিরিক্ত রস খাওয়ার পর এরা এক ধরণের আঠালো পদার্থ (Honeydew) নিঃসরণ করে, যাতে 'সুটি মোল্ড' বা কালো ছত্রাক জন্মায় ।
- পোকার সংখ্যা খুব বেশি হলে গাছ শুকিয়ে মারা যায়, যাকে 'হপার বার্ন' (Hopperburn) লক্ষণ বলা হয়।

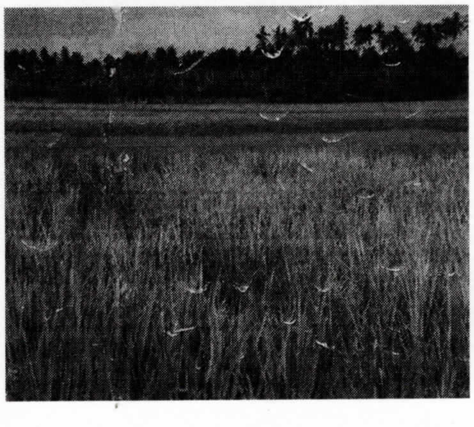

হপার বার্ণ

রোগ হওয়ার পরে করণীয়

- পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে। আক্রান্ত জমির পানি সরিয়ে দিয়ে ৭ থেকে ৮ দিন জমি শুকনো রাখতে হবে
- আক্রান্ত জমিতে ২ থেকে ৩ হাত দূরে দূরে বিলিকেটে জমিতে সূর্যের আলো ও বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে
- আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ আপাতত বন্ধ রাখতে হবে
- জমিতে হাঁস ছেড়ে পোকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রতি গোছায় ২ থেকে ৪টি গর্ভবতী বাদামী গাছ ফড়িং বা ৮ থেকে ১০ টি নিফ দেখা গেলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে
- আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে বিভিন্ন ধরণের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন-
    - পাইমেট্রোজিন গ্রুপের কীটনাশক যেমন প্লেনাম ৫০ ডব্লিউ জি, পাইটাফ ৫০ ডব্লিউ ডি জি, হপারশট ৫০ ডব্লিউ জি ইত্যাদি ০.৬গ্রাম/লি
    - পাইমেট্রোজিন+ নিটেনপাইরাম গ্রুপের কীটনাশক যেমন পাইরাজিন ৭০ ৫০ ডব্লিউ ডি জি, নাইজন ৮০ ডব্লিউ ডি জি, আম্ফান ৮০ ডব্লিউ ডি জি, তড়িৎ ৮০ ডব্লিউ ডি জি ইত্যাদি ৬০গ্রাম/ হেঃ
    - ট্রাইফ্লুমেজোপাইরিম গ্রুপের কীটনাশক যেমন ভেসটোরিয়া ২০ ডব্লিউ জি ০.২৫ গ্রাম/লি
    - এছাড়া অন্যান্য অনুমোদিত ছত্রাকনাশক শেষ বিকেলে প্যাকেট বা বোতলের গায়ে লেবেলে অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

প্রচারেঃ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন

জরুরি ফোন নম্বরঃ ১৬১২৩ (কৃষি কল সেন্টার) ওয়েবসাইটঃ www.dae.gov.bd